সংবাদ

তারিখ ... 19 AUG ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ......

শতাব্দী ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে খুলনার সরকারি ব্রজলাল কলেজ

শুভ্র শচীন, খুলনা

সরকারি ব্রজলাল (বিএল) কলেজ বাংলাদেশের তথা খুলনা বিভাগের অন্যতম কলেজ হিসেবে পরিচিত। ১৯০২ সালের জুলাই মাসে খুলনার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী শ্রী ব্রজলাল চক্রবর্তী (শাস্ত্রী) কলকাতার হিন্দু কলেজের আদলে খুলনা শহরের দৌলতপুরে ভৈরব নদের তীরে ২ একর জায়গায় হিন্দু অ্যাকাডেমি নামে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে ফকিরহাটের ঘাটভোগ এলাকার জমিদার ত্রৈলক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় জমি ক্রয় করে দেন। পরবর্তীতে হাজী মহম্মদ মহসীন ট্রাস্ট তার সৈয়দপুর অ্যাস্টেটের ৪০ একর জমি এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন এবং মাসিক ৫০ টাকা অনুদান বরাদ্দ করেন। ১৯০৭ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।

জানা যায়, দুটি টিনশেড ঘরে ১৯০২ সালের ২৭ জুলাই থেকে প্রতিষ্ঠানটির ক্লাস শুরু হয়। একটি বোর্ড অব ট্রাস্টির মাধ্যমে কলেজটি পরিচালনা করা হতো। যার সভাপতি ছিলেন শাস্ত্রী ব্রজলাল চক্রবর্তী। প্রথমদিকে সম্পূর্ণ আবাসিক এইপ্রতিষ্ঠানটি চতুস্পাঠী এবং অ্যাকাডেমি নামে দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। চতুস্পাঠীর ছাত্রদের খাবার, পড়া এবং আবাসন খরচ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হত। ১৯১০-১৯১১ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম মুসলিম হোস্টেল নির্মিত হয়। মূলভবনের বাইরে অবস্থিত এই মুসলিম হোস্টেলে আরবি এবং ফার্সি ভাষার ক্লাস নেওয়া হত। পরে ততকালিন শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নির্দেশে কলেজে প্রথম মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলালের মৃত্যুর পর কলেজের নামকরণ করা হয় ব্রজলাল হিন্দু অ্যাকাডেমি। পরবর্তীতে অ্যাকাডেমিকে কলেজে উন্নীত করা হয় এবং নাম সংক্ষিপ্ত করে বি এল কলেজ রাখা হয়। কলেজটি পরে পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায় অধিভুক্ত হয় এবং এরপর থেকে এখন পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রয়েছে। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই তারিখে এটি সরকারি কলেজে পরিণত হয়। ১৯৯৩ সালে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা হয়।

কলেজটিতে ২১টি বিষয়ে অনার্স পর্যায়ে এবং ১৬টি বিষয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদান করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদান বন্ধ হলেও ২০১০ সা থেকে আবার এইস্তরে পাঠদান শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুইটি মহিলা হোস্টেলসহ মোট সাতটি হোস্টেল রয়েছে। বিভাগসমূহে আলাদা আলাদা সেমিনার লাইব্রেরি ছাড়াও খুবই সমৃদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। এ গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এখানে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সুনামের সঙ্গে সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান এবং গণিত বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এছাড়া সমাজকর্ম, মনোবিজ্ঞান, ভুগোল, পরিসংখ্যান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে অনার্স এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে।

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই কলেজ দেশের শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশবরেণ্য অনেকই এই কলেজে শিক্ষকতা এবং এইকলেজের অনেক শিক্ষার্থী দেশবরেণ্য হয়েছেন। বর্তমানে কলেজটিতে প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী এবং প্রায় দুইশত শিক্ষক কর্মরত আছেন।

বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলাম জানান, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কলেজের ক্লাস এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করেছেন। দিনে ৩ বার কলেজ ক্যাম্পাস ও হোস্টেল পরিদর্শন, সন্ধ্যার পর ভিজিল্যান্স টিম চালু, ক্যাম্পাস ময়লা-আবর্জনা মুক্ত, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ, সুবোধচন্দ্র, শহীদ তিতুমীর এবং হাজী মুহসিন ছাত্রাবাসে মাদকের ব্যবসা বন্ধ, প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি আধুনিক মানসম্পন্ন ফ্লাগস্ট্যান্ড তৈরি, কলেজ অতিথিভবন সংস্কারসহ কলেজ মসজিদে ৮টি এয়ার কন্ডিশন লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন।

খুলনার সরকারি ব্রজলাল কলেজ *-সংবাদ*

এছাড়া একটি আধুনিক ও মনোরম পার্ক, অডিটোরিয়াম,ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, আধুনিক ২য় গেট, ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা, ডিজিটাল নোটিশবোর্ড, ফ্রি ওয়াইফাই জোন, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা চালু, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ কর্তার স্থাপন এবং কলেজ মসজিদের পুকুরপাড় আধুনিকীকরণের কাজ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।